

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

জনসংযোগ শাখা, চট্টগ্রাম

মোবাইল: ০১৮১৯-৯৩০৪৮৮



তারিখ: ১২.২৬.২০২৪

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

খাল পরিদর্শনে মেয়র ডা. শাহাদাত

কালিরছড়াসহ সব খাল উদ্ধার করা হবে, পাহাড়খেকোদের বিরুদ্ধে নেয়া হবে আইনি পদক্ষেপ

চট্টগ্রামের জলাবদ্ধতা নিরসণে কালিরছড়াসহ সব খাল উদ্ধারের পাশাপাশি পাহাড়খেকোদের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ নেয়ার ঘোষণা দিয়েছেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন। মঙ্গলবার নগরীর আকবরশাহ এলাকার লেকসিটি আবাসিক এলাকায় কালিরছড়া খাল পরিদর্শনকালে এ ঘোষণা দেন মেয়র। মেয়র বলেন, আমরা এখানে কালিরছড়া খাল দেখতে এসেছি। এক সময় চট্টগ্রামে প্রায় ৫৭টি খাল ছিল। কিন্তু আজ এই সংখ্যা নেমে এসেছে মাত্র ৩৬টিতে। জলাবদ্ধতা নিরসনের জন্য সিডিএর উদ্যোগে যে প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে, সেখানে ৫৭টি খাল থেকে কাজের জন্য ৩৬টি খাল চিহ্নিত করা হয়েছে। তবে এখনো ২১টি খাল অবহেলিত রয়ে গেছে। আমরা এই ২১টি খাল উদ্ধার করার চেষ্টা করছি। “কালিরছড়া খালটি চট্টগ্রামের আকবরশাহ এলাকায় অবস্থিত। দীর্ঘ ১৬ বছর ধরে পাহাড় কাটার কারণে এই খালের অস্তিত্ব সংকটে পড়েছে। এখানে পাহাড় যারা কেটেছে তারা দীর্ঘদিন ফ্যাসিবাদী আওয়ামী লীগের পোষ্য ছিল। এক-একজন কাউন্সিলর ছিল ভূমিদস্যু, এক-একজন ডাকাতের সরদার ছিল। এই যে জসিম সে একজন ভূমিদস্যু। পাহাড় কাটার জন্য সে বিখ্যাত ছিল কিন্তু তার বিরুদ্ধে আওয়ামীলীগ সরকার আইন কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি তারা তাকে গ্রেপ্তারও করেনি এবং শাস্তির আওতায় আনতে পারেনি।

পাহাড়কাটার পেছনে অনির্বাচিত শক্তি কাজ করেছে দাবি করে মেয়র বলেন, রাষ্ট্র এ সমস্যার জন্য দায়ী। ভোটের অধিকার হরণ করে অপরাধীদের কাউন্সিলর হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এই অপরাধীদের মাধ্যমে দখল, লুটপাট ও দুর্নীতির শিকার হয়েছে শহরটি। গত ১৬ বছর ধরে চলা এই অব্যবস্থাপনার কারণে জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি বাড়েছে। ভবিষ্যৎ প্রজন্ম আমাদের ক্ষমা করবে না যদি আমরা তাদের জন্য বাসযোগ্য পরিবেশ রেখে যেতে ব্যর্থ হই। “আমাদের লক্ষ্য খালগুলো পুনরুদ্ধার করা। ইতিমধ্যে আমরা কালিরছড়া খালের কিছু অংশ দখলমুক্ত করেছি এবং আরো উচ্ছেদ কার্যক্রম চলছে। চট্টগ্রামের ২১টি খাল, যেমন পতেঙ্গার গুপ্ত খাল, বাকলিয়ার বীর্জা খাল, এবং কৃষি খাল পুনরুদ্ধারের জন্য পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এই খালগুলো চিহ্নিত করে খনন কর্মসূচি শুরু করতে হবে। জলাবদ্ধতা নিরসনে এটি একটি স্থায়ী সমাধান হয়ে উঠবে। খালখেকোদের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ নেয়ার ঘোষণা দিয়ে মেয়র বলেন, আমরা দৃঢ় সংকল্প করেছি যে, দখলদারদের আইনের আওতায় এনে খালগুলোকে পুনরুদ্ধার করব। খাল থাকবে খালের জায়গায়, এবং নালা থাকবে নালা জায়গায়। পরিবেশের সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য সবাইকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে। ইনশাল্লাহ, আমরা চট্টগ্রামকে বাসযোগ্য শহরে পরিণত করব। “যে ভূমিদস্যুরা দখল করে রেখেছে এবং অন্যান্যের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করেছে, তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আমরা আমাদের দায়িত্ব পালন করতে অঙ্গীকারবদ্ধ। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি বাসযোগ্য শহর উপহার দেওয়ার লক্ষ্যই আমাদের কাজ চলতে থাকবে। “এসময় উপস্থিত ছিলেন নির্বাহী প্রকৌশলী আশিকুল ইসলাম, মাহমুদ শাফকাত আমিন, উপ-প্রধান পরিচালন কর্মকর্তা প্রণব কুমার শর্মা, মেয়রের একান্ত সহকারী মারুফুল হক চৌধুরী (মারুফ) সহ কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ।

উপদেষ্টা হাসান আরিফের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে মিলাদ ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করেছে চসিক।

অন্তবর্তী সরকারের ভূমি এবং বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা হাসান আরিফের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে মিলাদ ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করেছে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন। মঙ্গলবার মরহুমের জন্য চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের টাইগারপাসস্থ প্রধান কার্যালয়সহ অন্যান্য মসজিদে দোয়ার আয়োজন করা হয়। মিলাদে চট্টগ্রাম সিটি মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেনসহ চসিকের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়রের সাথে চট্টগ্রাম ওমেন চেম্বারের নেতৃত্বদের সৌজন্য সাক্ষাৎ

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়রের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন চট্টগ্রাম ওমেন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির নেতৃত্ব। মঙ্গলবার চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন কার্যালয়ে এ সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় ওমেন চেম্বারের নেতৃত্ব চট্টগ্রামের নারী উদ্যোক্তাদের উন্নয়ন, ব্যবসার সম্প্রসারণ এবং নারীর ক্ষমতায়ন নিয়ে মেয়রের সঙ্গে আলোচনা করেন। সৌজন্য সাক্ষাতে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম ওমেন চেম্বারের ফাউন্ডার প্রেসিডেন্ট মনোয়ারা হাকিম আলি, প্রেসিডেন্ট আবিদা সুলতানা, সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট লুৎফিলা ফরিদ, ভাইস প্রেসিডেন্ট নিশাত ইমরান,

এবং পরিচালকবৃন্দ কাজি তুহিনা আজার, রোকসানা আজার চৌধুরি (রুহি মোস্তাফা), আয়শা ফারহা চৌধুরি, বেবি হাসান, নাসরিন সুলতানা চৌধুরি, নুর আজার জাহান, সৈয়দা কামরুন নাহার, চৌধুরি জুবাইরা সাকি জিপসী, ও রেহনুমা মারিয়ম তুলি।সাক্ষাতকালে ওমেন চেম্বারের নেতৃবৃন্দ চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের সহযোগিতায় নারীদের জন্য নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির প্রস্তাবনা তুলে ধরেন। তারা স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে নারী উদ্যোক্তাদের কার্যক্রম জোরদার করার জন্য সিটি কর্পোরেশনের সহযোগিতা কামনা করেন।মেয়র নেতৃবৃন্দের প্রস্তাবনার প্রতি সমর্থন জানিয়ে বলেন, "নারীর উন্নয়ন ছাড়া সমাজের সামগ্রিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন সবসময় নারী উদ্যোক্তাদের পাশে থাকবে।" তিনি নারী উদ্যোক্তাদের জন্য সহজলভ্য সেবা ও সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতি দেন।সাক্ষাতের শেষে চেম্বারের নেতৃবৃন্দ মেয়রকে শুভেচ্ছা স্মারক প্রদান করেন এবং নারীর ক্ষমতায়নে সিটি কর্পোরেশনের ভূমিকার প্রশংসা করেন।

স্বাক্ষরিত/-

(আজিজ আহমদ)

জনসংযোগ ও প্রটোকল কর্মকর্তা

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন।

মোবাইল-০১৮১৯-৯৩০৪৮৮